দৈনিক সংবাদ
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

031

তারিখ 19 JAN 1987
পৃষ্ঠা ... h ...

সংবাদ

ঢাকা : সোমবার, ২৭শে পৌষ, ১৩৯৩

গ্রন্থমেলা

দশম জাতীয় গ্রন্থমেলা ঢাকায় আজ সমাপ্ত হচ্ছে। মেলায় ৫৫টি দেশী প্রকাশনা সংস্থা এবং ১১টি বিদেশী দূতাবাস বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রকাশিত বই-পুস্তক ক্রেতা-দর্শকদের সামনে তুলে ধরেছে।

সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থমেলা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। বইয়ের চেয়ে ভাল সঙ্গী আর হয় না। বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করলেও বই চিরসাথী থাকে। কথাগুলো মনীষীদের। জ্ঞানতাপস ডঃ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, "আল্লাহ আমাকে আরো আয়ু দাও, যাতে আমি আরো বেশী করে বই পড়তে পারি।" ভাল বই চিত্তের খোরাক যোগায়, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সঠিক পথে এগিয়ে নেয়।

গ্রন্থমেলা দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বইয়ের সাথে ক্রেতা-পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার একটি প্রধান মাধ্যম। এই পরিচয় পাঠাভ্যাস গড়ে তোলায় বিরাটভাবে অবদান রাখতে পারে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে পাঠাভ্যাস কি সেভাবে গড়ে উঠতে পেরেছে? পারেনি। কেন পারেনি তার কারণ বের করতে হলে এর সাথে জড়িত তিনটি প্রধান পক্ষ প্রকাশক, লেখক এবং পাঠকের সমস্যা, সুবিধা-অসুবিধা, চাওয়া-পাওয়া জানতে হবে।

প্রকাশকরা বই প্রকাশ করেন বিক্রির জন্য। প্রকাশনা এখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যবসা। উদ্দেশ্য যত মহৎই থাক, লোকসান দিয়ে কারো পক্ষে তা বেশী দিন চালানো সম্ভব নয়। বিক্রি যদি প্রচুর হয় তাহলে লোকসানের ভয় থাকে না। আমাদের মত গরীব দেশগুলোতে সাধারণ মানুষ যেহেতু চড়া দামে বেশী বই কিনতে পারে না সেখানে পাঠাগার বই বিক্রির একটি প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পদিনের মধ্যে মফস্বল পর্যন্ত অগুনতি ভিডিও ক্লাব গড়ে উঠলেও পাঠাগারের সংখ্যা খুব বাড়েনি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সহযোগিতায় দেশব্যাপী পাঠাগার স্থাপনের জন্য মাঝখানে একবার আন্দোলন চালালেও আধা-আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য তা খুব কার্যকর হয়নি।

পাঠাগার যে প্রকাশকদের বই বিক্রি এবং পাঠকদের বই পড়ার একটি প্রধান মাধ্যম হতে পারে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তার উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার আমাদের তুলনায় বেশী হলেও লোকসংখ্যা কম। অথচ আমাদের দেশে পাঠাগারের সংখ্যা যেখানে মোটামুটি ৪শ' সেখানে পশ্চিমবঙ্গে পাঠাগার রয়েছে ৩৯৮০টি, অর্থাৎ আমাদের দেশের প্রায় দশগুণ। সেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ বইয়ের-ই (পাঠ্যপুস্তক ছাড়া) ক্রেতা হচ্ছে ঐ পাঠাগারগুলো। এদেশে পাড়ায় পাড়ায় কিংবা গ্রামে গ্রামে না হোক অন্ততঃ উপজেলা পর্যায়েও কি একটি করে সাধারণ পাঠাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে তা কার্যকর করা যায় না?

এদেশে বই তত বিক্রি না হবার পেছনে নিরক্ষরতা তো আছেই, আর একটি প্রধান কারণ এর উচ্চমূল্য। এটা লেখক, পাঠক এবং প্রকাশক সকলকেই নিরুৎসাহিত করে। উপকরণের মূল্য যে হারে বেড়েছে তাতে বইয়ের দাম বেশী হবারই কথা। '৭০ সালে কর্ণফুলীর হোয়াইট প্রিন্টের যে কাগজের দাম ছিল প্রতি রিম ৫৩ টাকা ১৩ পয়সা এখন সেই কাগজই বিক্রি হচ্ছে রিম প্রতি ৫২২ টাকায়। একই মানের কাগজ পশ্চিমবঙ্গে বিক্রি হয় ১৭৫ টাকায়। সবচেয়ে বড় কথা সেখানে সরকার প্রতি রিমে ভর্তুকি দেন ১১৭ টাকা। সেই ভর্তুকির কথা ত এখন এদেশে উচ্চারণ করাই নিষেধ। যদিও হালে পাটকল মালিকরা ভর্তুকি দাবী করছেন।

সরকার লেখক ও প্রকাশকদের জন্য তুলনামূলকভাবে কম দামে লেখক কাগজ নামে একটি কাগজের ব্যবস্থা করেছেন বটে. কিন্তু ওই কাগজটি আসলে নিউজপ্রিন্টের একটি উন্নত সংস্করণমাত্র। তার দামও মানের অনুপাতে চড়া। আমাদের দেশে পাঠকরা এখনও বই কেনেন পড়া এবং সংরক্ষণের জন্য। সেজন্য নিউজপ্রিন্টের সুলভ মূল্যের বই এখনো এদেশে ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

আশ্চর্যের কথা হলো, প্রকাশনা শিল্প এখন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হলেও এবং এর সাথে হাজার হাজার কর্মী-কর্মচারী জড়িত থাকলেও তা আজো শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ফলে প্রকাশকরা না পাচ্ছেন পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণ, না কাঁচামাল আমদানীর জন্য লাইসেন্স। বাণিজ্যিক আমদানীকারকদের কাছ থেকে তাদের কাঁচামাল কিনতে হয় বলে এগুলোর দাম পড়ে বেশী। লক্ষণীয় বিষয় হলো, ইউনেস্কোর সনদে শিক্ষা উপকরণের ওপর শুল্ক আরোপ নিষিদ্ধ হলেও আমাদের দেশের প্রকাশকরা সেই সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। এতসব প্রতিকূলতার মধ্যেও যে আমাদের প্রকাশকরা টিকে আছেন এবং কেউ কেউ বিদেশেও তাদের বই-পুস্তক রফতানী করেছেন তা প্রশংসার দাবী রাখে। এই প্রশংসাটা পেতে পারে মাত্র ক'টি বড় বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। মাঝারি এবং ছোটগুলোর অস্তিত্বই বিপন্ন। সরকারের নীতির পরিবর্তন না হলে এক্ষেত্রেও মনোপলি স্থায়ী আসন গাড়বে।

লেখকদের, বিশেষ করে ভাল বইয়ের লেখক এবং নবীন ও অপরিচিত লেখকদের সমস্যা কম নয়। অন্যান্য ভাল জিনিসের মত এদেশে ভাল বইয়েরও কদর কাটতি কম। পাশ্চাত্যে "বেষ্ট সেলারদের" মধ্যে ভাল বইও যথেষ্ট রয়েছে। অথচ এদেশে 'বেষ্ট সেলার' একাধিপত্য বিস্তার করে আছে চটুল সস্তা এবং বড় জোর মাঝারি মানের প্রকাশিত 'জনপ্রিয়' বই। মূল্যবোধের অবক্ষয়ই এর প্রধান কারণ। দু'-একটি প্রকাশনা সংস্থা ছাড়া অন্যত্র নতুন লেখকরা তেমন পৃষ্ঠপোষকতা পান না বলে নতুন লেখক খুব বেশী বেরিয়ে আসছেন না। ফলে দেশ সম্ভাব্য প্রতিভাবান লেখকদের লেখা থেকে বঞ্চিত থাকছে।

পাঠক সস্তায় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর পর্যাপ্ত বই পাচ্ছেন না---এই দুঃসংবাদের চেয়েও বড় কথা হলো দেশে নতুন পাঠক তেমন তৈরী হচ্ছে না। বয়স-ভেদে রুচি পরিবর্তনে পাঠকের মৃত্যু হতে পারে, কিন্তু নতুন পাঠক সৃষ্টি না হওয়া সত্যি সত্যি দুশ্চিন্তার কারণ। এক্ষেত্রেও মূল্যবোধের অবক্ষয়ই প্রধান কারণ। পর্নোগ্রাফি, নীলছবি, মাদকদ্রব্য কিশোর যুব সমাজকে এমনভাবে গ্রাস করছে যে, বই কিনবার জন্য অর্থের "অপচয়" করতে কিংবা বই পড়ে "সময় নষ্ট" করতে তারা রাজি হয় না। গ্রন্থমেলা, প্রকাশনা শিল্পের উন্নতি ও পাঠাগার আন্দোলনের মাধ্যমে পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া এই অবক্ষয়ের ধারাকে রোধ করার উপায়ান্তর আছে কি?